দৈনিক ইনকিলাব

27 MAR 2012

# হাইকোর্ট নির্দেশ দেয়ার পরও ইবি'র দুই ছাত্রের এখনো খোঁজ মেলেনি

☐ স্টাফ রিপোর্টার

হাইকোর্ট নির্দেশ দেয়ার পরও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) নিখোঁজ হওয়া মেধাবী দুই ছাত্র আল মুকাদ্দাস ও মো. ওয়ালিউল্লাহর এখনো কোন খোঁজ মেলেনি। গত ৪ ফেব্রুয়ারি নিখোঁজ হওয়ার প্রায় একমাস পার হলেও তারা বেঁচে আছে কী না- তা জানতে পারেনি তাদের পরিবার। মেধাবী এই দুই ছাত্র ঢাকা থেকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ফেরার পথে র‌্যাবের হাতে আটক হয় বলে পরিবারের অভিযোগ।

**৯ এপ্রিল শুনানি গ্রহণ করে আদালতের আদেশ**

গত ২০ মার্চ বিচারপতি মো. আবদুল আউয়াল ও বিচারপতি আকরাম হোসেন চৌধুরী সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চে নিখোঁজ হওয়া দুই ছাত্রের মোবাইলের কল লিস্ট আদালতে জমা দেয়ার নির্দেশ দেন। আগামী ৯ এপ্রিল আদালত এ বিষয়ে শুনানি গ্রহণ করে আদেশ দিতে পারেন বলে রিটকারীদের আইনজীবীরা জানিয়েছেন। হাইকোর্টের রুল জারির পরও নিখোঁজ দুই ছাত্রের

পৃঃ ১৫ কঃ ৪

## হাইকোর্ট নির্দেশ দেয়ার

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

সন্ধান না পাওয়া সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্ট বারের নবনির্বাচিত সভাপতি জয়নুল আবেদীন বলেন, দেশের কোন নাগরিক গুম হলে, নিখোঁজ হলে তার দায়দায়িত্ব সরকারকেই নিতে হবে। র‌্যাবের হাতে আটকের পর মানুষ নিখোঁজ হয়ে যাবে তার নাম সুশাসন নয়, দুঃশাসন। তিনি আরো বলেন, সাম্প্রতিক সময় দেশের সর্বত্রই মানুষ নিখোঁজ হচ্ছে, গুম হচ্ছে। এই আতঙ্কিত অবস্থা থেকে আমরা মুক্তি চাই। গত ১৫ মার্চ হাইকোর্টের একই বেঞ্চে র‌্যাবের ডিজির পক্ষ থেকে জানানো হয়, যে নিখোঁজ দু'ছাত্রনেতাকে তারা আটক করেনি। জবাবে আদালত বলেছেন 'আটক করা হয়নি এটা বললেই হয়ে গেল' নিখোঁজ দু'জনকে সশরীরে আদালতে হাজির করে দেখাতে হবে। তাদের আটক করা হয়নি এমন বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে না। শুনানিতে ১৯৭৪ সালে এভাবে রক্ষীবাহিনীর দ্বারা আটক এক তরুণের নিখোঁজ হওয়ার প্রসঙ্গ উঠে আসে। আদালত বলে, ৭৪ সালে রক্ষীবাহিনী একজন নাগরিককে ধরে বলেছিল কাউকে আটক করা হয়নি। ওই ঘটনায় হাইকোর্ট রক্ষীবাহিনীর প্রধানকে তলব করেছিলেন। শুনানি শেষে আদালত দুই ছাত্রের আটকের পর দায়ের করা জিডি ও রুল জারির পর র‌্যাবের ডিজি এবং পুলিশের আইজি কী কী পদক্ষেপ নিয়েছে ২০ মার্চের মধ্যে হলফনামা আকারে আদালতে জমা দেয়ার নির্দেশ দেয়। গত ১৪ ফেব্রুয়ারি দুই ছাত্রের স্বজনদের দায়ের করা পৃথক দুটি হেবিয়াস করপাস রিট আবেদনের শুনানি শেষে হাইকোর্টের একই বেঞ্চ, র‌্যাবের হাতে আটক হওয়ার পর নিখোঁজ হওয়া ওই দুই ছাত্রকে কেন সশরীরে আদালতে হাজির করার নির্দেশ দেয়া হবে না তা জানতে চেয়ে রুল জারি করে। একইসঙ্গে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক তাদের আটকের বিষয়টি কেন অবৈধ ও আইনগত কর্তৃত্ব বহির্ভূত ঘোষণা করা হবে না তাও জানাতে বলা হয়েছিল।

এ বিষয়ে এ্যামিকাস কৌসুলি তাজুল ইসলাম বলেন, দুই ছাত্রের নিখোঁজ হওয়া রিটের শুনানিতে ১৯৭৪ সালে রক্ষী বাহিনীর দ্বারা গুম হওয়ার ঘটনার সাথে তুলনা করা হয়। রক্ষী বাহিনীর দ্বারা আটকের ঘটনা ২৭ ডিএলআর-এ আছে। বিচারপতি দেবেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য রক্ষীবাহিনীর হাতে আটক ১৮ বছরের তরুণ শাহজাহান শরীফকে আদালতে হাজির করার মামলায় রক্ষী বাহিনীর প্রধানকে হাইকোর্টে তলব করেন। এই ঘটনার জন্য তদন্ত কমিশন গঠনের নির্দেশ দেন। পরে আইনজীবীরা রক্ষীবাহিনীর প্রধানকে আদালতে জেরা করেন।

গত ১৪ ফেব্রুয়ারি নিখোঁজ হওয়ার পর আল মুকাদ্দাসের চাচা আবদুল হাই এবং মো. ওয়ালিউল্লাহর ভাই মো. খালেদ সাইফুল্লা এই রিট আবেদন দুটি দায়ের করেন।

জানা গেছে, আল-মুকাদ্দাস ও মো. ওয়ালিউল্লাহ গত ৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকা থেকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার পথে রাত পোয়া ১২টার আমিনবাজার নবীনগর থেকে হানিফ পরিবহনের একটি বাস থেকে র‌্যাব সদস্যরা গ্রেফতার করে। কিন্তু র‌্যাবের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে ওই দুই ছাত্রকে তারা গ্রেফতার করেনি। এ বিষয়ে গত ৬ ফেব্রুয়ারি দারুসসালাম থানায় এবং ৮ ফেব্রুয়ারি আশুলিয়া থানায় পৃথক দুটি জিডি করা হয়।